JAN. 1 / 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষা রাজধানীর এখন সবচেয়ে দামী পণ্য

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষা রাজধানীর সবচেয়ে দামী পণ্যে পরিণত হয়েছে। স্রেফ সুনামকে পুঁজি করে রাজধানীর অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রীতিমতো শিক্ষা বাণিজ্য শুরু করেছে। কোটি মানুষের এই রাজধানীর নামীদামী ৪/৫টি স্কুল ঘুষ, দুর্নীতি, উন্নয়ন ফি ও ডোনেশনের মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি করতে গিয়ে অভিভাবকদের বিত্ত ও প্রভাবের প্রতিযোগিতায় ফেলছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের যোগসাজশে চলা এই কর্মকাণ্ডকে একজন অভিভাবক 'কসাইয়ের আচরণ' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

জানা যায়, সরকারের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার বেতন যেখানে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা সেখানে অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন সন্তানের পিছনে সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হয়। নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডোনেশন বা উন্নয়ন ফি এখন ঘোষণা দিয়েই নেয়া হয়। সন্তান ভর্তি পরীক্ষায় যত ভাল ফলাই করুক ডোনেশন বা উন্নয়ন ফি না দিলে সে ভর্তির সুযোগই পাবে না। রাজধানীর একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন অপারেটর আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজে সন্তানকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দু'তিন বছর সাধনার পর অবশেষে খরচের কথা বিবেচনা করে চুপসে গেছেন। আইডিয়াল স্কুলে ভর্তি ফরম আনতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বেতন ও বিভিন্ন ফিস ছাড়াও ১৫ হাজার টাকা বাধ্যতামূলকভাবে উন্নয়ন ফি দিতে হবে। তিনি এই

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা রাজধানীর (প্রথম পাতার পর)

প্রতিবেদককে জানান, তার সন্তান মেধাবী, তিনিও দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছা পোষণ করছেন যে, সন্তানকে এই স্কুলে ভর্তি করাবেন। কিন্তু হিসাব করে তিনি দেখলেন, যে আট-নয় হাজার টাকা তিনি বেতন পান তার সবটাই সন্তানের পিছনে তাকে ব্যয় করতে হবে।

আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৫ হাজার এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১০ হাজার টাকা করে উন্নয়ন ফি নেয়া হয়। এই অর্থ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয় বলে তিনি জানান।

রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক জনকণ্ঠকে বলেন, প্রথম শ্রেণীতে সন্তানকে ভর্তি বাবদ তার কাছে ৭০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। তিনি সাধ্য অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা দিতে রাজি হলেও দালাল রাজি হয়নি। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ভিকারুননিসায় ছাত্রী ভর্তির জন্য রাজধানীতে একটি দালালচক্র গড়ে উঠেছে। তারাই অভিভাবদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আরেকজন অভিভাবক গ্যারান্টি দিয়ে বলেন, তারই ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে সন্তানকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়েছেন। 'জ্যাক' ও 'চ্যানেল' জানা সত্ত্বেও তিনি টাকার অভাবে সন্তানকে ভর্তি করাতে পারছেন না। ভিকারুননিসায় ভর্তি নিয়ে এ ধরনের অসংখ্য অভিযোগ থাকলেও কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। ভুক্তভোগী ও অভিযোগকারীরা প্রেস্টিজ, প্রভাবশালী মহল ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ার ভয়ে নাম প্রকাশ করতে চান না।

ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজ পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ এইচবিএম ইকবাল এমপি বলেছেন, অর্থের বিনিময়ে ছাত্রী ভর্তির অভিযোগ মোটেই ঠিক নয়। এই অভিযোগকে তিনি 'বোগাস' ও 'ফালতু' অভিযোগ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রতি বছরই এমন অভিযোগ ওঠে যা সত্য নয়। ডাঃ ইকবাল দাবি করেন এখানে শিক্ষা ব্যয় তেমন বাড়েনি। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত উন্নয়ন ফি নেয়া হয়। তিনি আরও বলেন, ভর্তির জন্য কোন টাউট বাটপার চক্র থাকলেও থাকতে পারে। তবে তারা সফল হয়েছে এমন প্রমাণ নেই।

ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার এই যুগে রাজধানীর বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা পদ্ধতি চালু রয়েছে। আইডিয়াল স্কুলে শতকরা ৪০ ভাগ আসন মতিঝিল কলোনিবাসীর জন্য সংরক্ষিত। এ বছর প্রথম শ্রেণীর ৭২টি আসনের মধ্যে ৩০টিই সংরক্ষিত। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান বলেন, এখানে কোটা পদ্ধতি আগে থেকেই চলে আসছে। এর পক্ষে কলোনিবাসী বিপক্ষে কলোনির বাইরের সকল বাসিন্দা।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ৫০টি আসনের ৪০টিই বুয়েটের শিক্ষকসহ অন্যদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত। গোটা রাজধানীর মাত্র দশজন শিক্ষার্থী এই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে। এজি মিশন স্কুলে আবার ভিন্ন ধরনের কোটা রয়েছে। এই স্কুলে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ভাইবোনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়।

এভাবে রাজধানীতে অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্নীতি, ঘুষসহ নানা অনিয়ম জেঁকে বসছে। অভিভাবকরা হচ্ছেন উদ্বিগ্ন, নিঃস্ব, দিশাহারা। অভিজাত স্কুলের ভর্তিকে এখন বলা যায় এবিসিডি (এ-এডমিশন বা ভর্তি, বি-ব্রাইব বা ঘুষ, সি-করাপশন বা দুর্নীতি, কোটা, ডি-ডোনেশন বা চাঁদা, ডেভেলপমেন্ট, চার্জ বা উন্নয়ন ফি)।